Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৫ জানুয়ারি , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ১ সংখ্যা ৪ জানুয়ারি,২০১৬, সোমবার, ১৮ পৌষ,১৪২২

পারশ তেওয়ারি আর নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা, ৩ জানুয়ারি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য, পানাগরের মানুষদের আপনজন পারশ তেওয়ারি আর নেই। কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। পারশজীর মতো জনপ্রিয় এবং সহজ সরল ব্যক্তিত্বকেও তৃণমূলের গুণ্ডাদের কাছে একাধিকবার শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছে। গতকাল সকালে তিনি দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন, রাত্রি ২টার সময় মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

‘নতুন চিঠি’ ৩৯ বছরে পদার্পণ করলো।
‘নতুন চিঠি’ পরিবার তার গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

কর্মীদের কাছে তৃণমূলের নিদান

ভোট ও প্রচার করতে দেওয়া হবে না সি পি আই(এম)-কে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে কর্মীদের অসহিষ্ণু হতে নিষেধ করছেন। আর রুদ্ধদ্বার কর্মী বৈঠকে বলছেন কর্মীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে রাজ্যে সি পি আই(এম) না বাড়তে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ধমানে ১ জানুয়ারি বর্ধমান শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে কাটা বটগাছ তলায় দলের জন্মদিবস পালন করতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ও জেলা তৃণমূল সভাপতি স্বপন দেবনাথ, সি পি আই(এম) বর্ধমান শহরে যাতে আগামী বিধানসভা ভোট প্রচার করতে না পারে তার বিশেষ নিদান দিয়েছেন। কর্মীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, আমরা শান্তি চাই কিন্তু সি পি আই(এম) যাতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচার করতে না পারে বিশেষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেটা বন্ধ করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, ‘আমি কোন হুঁশিয়ারি দিচ্ছি না। ভয় দেখাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি ঘুমন্ত সিংহ (তৃণমূলদল) কে খোঁচাবেন না। সিংহ বিরক্ত হলে কী হতে পারে তা আপনাদের অজানা নয়।’

আরও কয়েকদিন আগে বর্ধমান শহরের বালিবাজারে এক কর্মীসভায় স্বপন দেবনাথ সি পি আই(এম) কর্মীদের ঠেঙানোর জন্য তৃণমূল কর্মীদের আর জি পার্টি তৈরি করার পরামর্শ (নির্দেশ) দিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন আগে আমরা আর জি পার্টি করতাম। আর জি পার্টি এক রাতে কাউকে পেটালে ৯ মাস সেখানে আর কেউ ট্যা-ফু করতে পারতো না। আর চার মাসের মধ্যে ভোট। সুতরাং সি পি আই(এম) ঠেকাতে বিশেষ করে যাতে নির্বাচনী প্রচার প্রপাগণ্ডায় না যেতে পারে তার বিশেষ ব্যবস্থা কর্মীদের নিতে বলেছেন।

সম্প্রতি বর্ধমানে এসেছিলেন তৃণমূলের বরিষ্ঠ নেতা অরূপ বিশ্বাস। তিনি দলীয় কর্মীদের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব থেকে বিরত থাকতে জেলার নেতা হাফ-নেতাদের একটু বকাঝকাও করেছেন। খবরে সেইরকমই প্রচার। কিন্তু রুদ্ধদার বৈঠকে তিনি সি পি আই(এম)-কে বাড়তে না দেওয়ার নিদান দিয়ে গেছেন।

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে প্রকাশ্যে একের পর এক খুন

কমিশনারেট মূক-বধির

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিনেই আর একবার প্রকাশ্যে এল আসানসোল বার্ণপুর এলাকার আইনশৃঙ্খলার নগ্ন চেহারা। এদিন নিজের লিজ নেওয়া বার্ণপুর রিভার সাইড-এর নেহরুপার্ক এ বোটিং ব্যবস্থার তদারকি করছিলেন বার্ণপুর এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুকুমার বিশ্বাস ওরফে যীশু। বছরের প্রথমদিন পিকনিক করতে আসা পার্কে বেড়াতে আসা অসংখ্য মানুষের ভিড়ে এদিন সকাল থেকে এলাকাটি জনাকীর্ণ ছিল। বেলা ২-৩০ টা নাগাদ হঠাৎ আট-দশ জন দুষ্কৃতী সুকুমার বাবুকে ঘিরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। নারী, শিশু সহ পার্কে উপস্থিত মানুষজন এ ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনা চোখের সামনে দেখে ভয়বিহ্বল হয়ে পালাতে থাকেন। পার্কের প্রহরীরা সুকুমার বাবুকে ইস্কোর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে কমিশনারেট গঠনের পর থেকেই এই শিল্পাঞ্চলে একের পর এক দুঃসাহসিক খুনের ঘটনা ঘটে চলেছে। নিহতদের তালিকায় প্রধানত দিলীপ সরকার, অর্পণ মুখার্জী, নির্গুণ দুবের মত সি পি আই(এম) নেতা ও কর্মীরা থাকলেও দুষ্কৃতীদের হাত থেকে আসানসোলের ব্যবসায়ী কাঞ্চন গড়াই, সুকুমার বিশ্বাস রেহাই পেলেন না। চার বছর ধরে চলে আসা ধারাবাহিক খুনের কোনো কিনারা তো হয়ইনি, গ্রেপ্তারের কোনো খবরও নেই।

সি পি আই(এম)-এর কলকাতা প্লেনামের বার্তা

আভাস রায়চৌধুরী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) একবিংশ পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন নয়া উদারনীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরাচার—এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানায়। দেশের শাসক শ্রেণির এই আক্রমণগুলি সাম্রাজ্যবাদের মতদপুষ্ট। একবিংশ পার্টি কংগ্রেস এই আক্রমণগুলি মোকাবিলা করার মতো উপযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মতোই একটি গণভিত্তিযুক্ত শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সি পি আই(এম)-এর কলকাতা প্লেনাম(২৭-৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫) অনুষ্ঠিত হল।

প্লেনাম উপলক্ষ্যে সারা দেশের মানুষ সাক্ষী রইলেন ২৭ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশের। বিগত বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তীকালে এ রাজ্যে সি পি আই(এম)-এর উপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছে তাতে এ পর্যন্ত ১৭১ জন পার্টি কমরেড ও দরদি শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন, অসংখ্য পার্টি সংগঠক, কর্মী ও সমর্থক বারে বারে আক্রান্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন, মিথ্যে মামলা, পুলিশি হয়রানি প্রায় নিত্য দিনের ব্যাপার। সি পি আই(এম) ও বামপন্থীদের উপর শুরু হওয়া স্বৈরাচারী আক্রমণ আজ গোটা রাজ্যের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে প্রসারিত হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিতে ক্ষমতায় আসা বর্তমান সরকার এ রাজ্যে এখন স্বৈরাচার ও লুম্পেনরাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমান শাসকদলের বিরোধী যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা মতামত প্রায়শই শাসকদল ও প্রশাসনের আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে ১১৩টি বামপন্থী গণ-সংগঠন সমূহের রাজ্যব্যাপী পদযাত্রা শাসকদলের আক্রমণের হাত থেকে বাদ যায়নি। বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলির আহ্বানে বিগত ‘নবান্ন অভিযান’ কর্মসূচিতে প্রশাসনের আক্রমণ কিংবা সাম্প্রতিক এই পদযাত্রা কর্মসূচির উপর বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ সত্ত্বেও বামপন্থী কর্মীদের সাহসী প্রতিরোধ আজ ঘুম কেড়েছে শাসকদলের। আক্রমণের মুখেও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা, রাজ্যের গণতন্ত্র ও সম্প্রীতির স্বপক্ষে বামপন্থীদের দৃঢ় ও জেদি মনোভাব আজকে বাংলার রাজনীতিতে আগামী প্রবণতার দিকে নির্দেশ করছে। হুমকি, আক্রমণের মুখেও পার্টি প্লেনাম উপলক্ষ্যে ২৭ ডিসেম্বরের লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে উপচে পড়া

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড আজকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আগামী সংগ্রামী সম্ভাবনার ইতিহাস তৈরি করলো। এই ব্রিগেড সমাবেশে বর্ধমান জেলা থেকেও দেড় লক্ষাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে এক উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করেছে। প্লেনামে উপস্থিত সকল রাজ্যের প্রতিনিধিরা এজন্য আমাদের সকল পার্টির সংগঠক, কর্মী, সমর্থক ও রাজ্যের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সাংগঠনিক প্লেনামে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দুটি দলিল পেশ করা হয়—সংগঠন সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন কমরেড প্রকাশ কারাত এবং সাংগঠনিক প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি। এই দুটি দলিলের উপর ৬২ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেছেন। রিপোর্টের উপর ১৯১টি সংশোধনী ও পরামর্শ জমা পরে, যার মধ্যে ৩১টি গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবের উপর ৭৩টি সংশোধনী ও পরামর্শ জমা পড়ে এবং ৬টি গৃহীত হয়। রিপোর্ট ও প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও নভেম্বর বিপ্লবের শতবার্ষিকী পালন, পুর-পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য ত্রিপুরাবাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাবও প্লেনামে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

একবিংশ পার্টি কংগ্রেসে পার্টির স্বাধীন শক্তির বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই লক্ষ্যে কলকাতা প্লেনাম আহ্বান জানিয়েছে জনগণের আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী হিসাবে পার্টির সংগঠনকে সুবিন্যস্ত ও শক্তিশালী করতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সর্বস্তরের সদস্য ও কর্মীদের এই লক্ষ্যেই যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমকে পরিচালনা করতে হবে। প্লেনাম উল্লেখ করেছে, বিরাট আকারের গণ-সংগ্রাম গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই পার্টির স্বাধীন শক্তির বিকাশ ঘটতে পারে। পার্টি প্লেনাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, সংগঠন শূন্য থেকে তৈরি হয়না। বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে হয়।

সি পি আই(এম)-এর সাংগঠনিক জীবনে এ পর্যন্ত তিনটি প্লেনাম অনুষ্ঠিত হল। এর আগে ১৯৬৮-তে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মতাদর্শগত প্লেনাম এবং ১৯৭৮-এ হাওড়ার সালকিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাংগঠনিক প্লেনাম। সালকিয়া প্লেনাম যখন অনুষ্ঠিত হয় তখনকার দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামপন্থার উর্দ্ধমুখী প্রবণতা। পশ্চিমবাংলায় ৭০-এর দশকে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস, ৭৫-এ সারা দেশে জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করে এ রাজ্য এদেশে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি এগিয়ে চলেছে; দেশে নতুন সরকার, রাজ্যে নতুন সরকার; গোটা দেশে বামপন্থীদের বিশেষত আমাদের পার্টির প্রভাব ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সমকালীন সময়ে পার্টির প্রভাব ও সমর্থনের তুলনায় পার্টির আকার অত্যন্ত ছোট ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পার্টি অনুভব করে রাজ্য ও দেশের বর্ধিত প্রভাব ও সমর্থনের উপযুক্ত তুলনামূলক বড় আকারের পার্টি গড়ে তুলতে হবে। ফলে সালকিয়া প্লেনাম আহ্বান জানিয়েছিল গণ বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা। কলকাতা প্লেনাম সাংগঠনিক পর্যালোচনায় চিহ্নিত করেছে ১৯৭৮ থেকে আজ পর্যন্ত পার্টি আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ গুণেরও বেশি। কিন্তু সারা দেশে পার্টির প্রভাব ও সমর্থন বৃদ্ধির পরিবর্তে বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু। পার্টির অভ্যন্তরে বিপ্লবী মনোভাবের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। ফলে আজকের এত বড় পার্টিকে, পার্টির সকল সদস্যকে গুণগতভাবে উন্নত করতে, বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে পার্টিকে পরিচালিত করতে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুন্ন রেখেই গণ ভিত্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। কলকাতা প্লেনামে গৃহীত পার্টির সাংগঠনিক রণধ্বনি হল—(১) সর্বভারতীয় গণভিত্তির শক্তিশালী সি পি আই(এম) গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলো, (২) গণ লাইন অনুসরণকারী বিপ্লবী পার্টি গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলো। অর্থাৎ এককথায় বিপ্লবী পার্টি চলবে গণ লাইনে।

সাংগঠনিক প্লেনাম জমিদার-গ্রামীণ ধনীদের চক্রের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষক, অকৃষিক্ষেত্রের গ্রামীণ শ্রমজীবী, কারিগর ও গ্রামের গরিবদের নিয়ে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। সংগঠিত ও স্ট্রাটেজিক ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে পার্টি আরও জোর দেবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ এবং সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল করতে পার্টি আরও যত্নবান হবে। এলাকায় এলাকায় শ্রমিক, কৃষক, যুব, মহিলা সংগঠনগুলির সমন্বয় গড়ে তোলা ও এই অংশের সকল মানুষদের আন্দোলন গড়ে তোলা আগামী দিনের একটি অন্যতম গুরুত্বের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। শহরের গরিব, শ্রমজীবী ও বস্তিবাসী মানুষদের সংগঠিত করতে পার্টিকর্মীদের আরও যত্নবান হতে হবে। নয়া উদারনীতির এই তিন দশকে অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সমাজের অন্যান্য অংশের মতোই মধ্যবিত্তদেরও জীবনযাত্রা ও মনমানসিকতার বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তনগুলির বহির্প্রকাশ যত না মধ্যবিত্তদের জীবন-জীবিকার সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনে ফুটে উঠছে তার থেকে অনেক বেশি নয়া উদারনীতি-লালিত জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণে স্পষ্ট হচ্ছে। পার্টি প্লেনাম সমাজের অন্যতম প্রধান মুখর অংশ এই মধ্যবিত্তদের প্রতি আরও মনোযোগ, এই অংশের সঙ্কট ও সমস্যাকে নিয়ে আন্দোলন ও মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার উপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। দিন-প্রতিদিন এটা সবাই প্রত্যক্ষ করছি বিজ্ঞানবিরোধী বিকৃত চেতনা ও ধ্যান-ধারণা এবং সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী পরিবেশ গড়ে তোলার বিপদ বাড়ছে আমাদের সমাজে। বিশেষত মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এ বিপদ আরও আগ্রাসী হয়েছে। কলকাতা প্লেনাম সর্বস্তরের পার্টি কর্মী, পার্টি অনুসারী জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে, সর্বস্তরে বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৪ জানুয়ারি, ২০১৫

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন : মিথ্যা প্রচার ও প্রকৃত সত্য

তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে প্রচারের অন্ত নেই। মুখ্যমন্ত্রী দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের নিয়ে বহু সভা করেছেন। কিন্তু সত্যিই বিনিয়োগ কতটা এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মুড়ি ভাজাকেও শিল্প বলে মনে করেন। সে হিসেব অবশ্য কারুরই হাতে নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যাণ্ড প্রমোশন এবং রাজ্যের শিল্প দপ্তর সূত্রে যা জানা গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে গত পাঁচ বছরে বিনিয়োগ হয়েছে মাত্র ১৩৭৪ কোটি টাকা। যেখানে এই সময়ে শিল্পে বিনিয়োগ বছর প্রতি ২২,০০০ কোটি ছাড়িয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৩২০ কোটি, মধ্যপ্রদেশেও বছরে গড়ে ৩৭৪১ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় ৩৪ বছরের বাম শাসনের সঙ্গে তুলনা করে তৃণমূল শাসনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। কিন্তু তথ্যে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে ২০০১ থেকে ২০১০ সালে যেখানে শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে ৪৮,১০৪ কোটি টাকা, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় পাঁচ বছর শাসনে বিনিয়োগ হয়েছে মাত্র ৬৮৭১ কোটি টাকা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রীত্বের শেষ বছরে ১৫,০০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ এসেছিল, কিন্তু তৃণমূল জমানায় তা বছরে ১০০০ কোটিতে নেমে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প তথা অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র শিল্পায়নের ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছেন, কিন্তু তাঁর দফতেরর পরিসংখ্যানেই বলছে যেখানে ২০১০-এ বিনিয়োগ ছিল ১৫,০০০ কোটি টাকা, সেখানে পরের বছরই তা নেমে আসে ৩২০ কোটি টাকায়।

তৃণমূল শাসনে শুধু মউ-এর পর মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, খবরের কাগজের এক পাতার বিজ্ঞাপনে প্রকল্পের পর প্রকল্পের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কোথায় শিল্প?

সত্যকে গোপন করে শুধু মিথ্যা প্রচারে মানুষকে বোকা বানিয়ে বেশি দিন সফল হওয়া যায় না। মানুষই তার জবাব দেবে।

ভ্রামণিকের প্রকৃতিবীক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ ডিসেম্বর : বর্ধমান শহরের অন্যতম প্রকৃতি প্রেমী সংস্থা ভ্রামণিক-এর ২৬তম প্রকৃতি বীক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়ার পাজ্জনীয়া পাহাড়ে।

২৫ থেকে ২৯ ডিসেম্বর ৫দিন ধরে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শেখানো হল প্রকৃতি বীক্ষণ, পাখী চেনানো এবং রাতের আকাশে তারাদের চেনানো। বর্ধমান শহর থেকে ৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী শিবিরে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুকুল মুখোপাধ্যায়, সুবীর সরকার সহ মোট ৮ জন। সংস্থার সম্পাদক আনিসুর রহমান ও সভাপতি কার্ত্তিক রাউৎ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

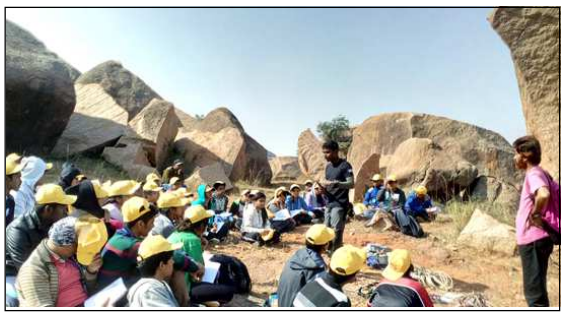

এক ডজন প্রশ্ন

১. 'ওয়াটার প্রুফ' কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম?
২. জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম হয়েছিল?
৩. কবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কোথায় হয়েছিল?
৪. দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কবে উদ্বোধন হয়? কে উদ্বোধন করেন??
৫. সোভিয়েত ইউনিয়ন কবে গঠিত হয়েছিল? প্রথম কোন কোন রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়?
৬. ইংল্যাণ্ডের প্রথম রাজা উইলিয়ামকে কবে রাজমুকুট পরানো হয়েছিল?
৭. লন্ডনের 'বিগ বেন' ঘড়ি থেকে কবে প্রথম ঘন্টাধ্বনি শোনা গিয়েছিল?
৮. সুভাষচন্দ্র বসু কবে আন্দামানে ভারতের স্বাধীনতার পতাকা তোলেন এবং সেলুলর জেল পরিদর্শন করেন?
৯. কবে জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশন থেকে পূর্ণ স্বরাজের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল?
১০. কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজ কবে শুরু হয়?
১১. কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেরোবিয়াল হলের কবে উদ্বোধন হয়? কে করেন?
১২. বিশ্বের দীর্ঘতম বুলেট ট্রেন লাইন (বেজিং থেকে গুয়াংঝাও, ২২৯৮ কিমি) কবে প্রথম খুলে দেওয়া হয়? বুলেট ট্রেনটি কত সময়ে এই পথ অতিক্রম করে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

রক্তে রাঙা ইন্দোনেশিয়া অর্ধ শতাব্দী পর ফিরে দেখা—অরুণ মজুমদার

[৩০ লক্ষ মানুষের রক্তে রাঙা পথ বেয়ে স্মৃতি বেদনাতুর]

প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যে ছোট বড় ১৩৫০০ টি দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া। ছয় হাজার দ্বীপে জনবসতি আছে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে পঞ্চম। জাকার্তা রাজধানী লোকসংখ্যা প্রায় কুড়ি কোটি। জনসংখ্যার বেশির ভাগ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তারপর খ্রিস্টান এবং হিন্দু। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। কৃষির সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ।

রাশিয়া বা চীনের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা মিলিয়ে আরো দেড় কোটি সমর্থক নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দোনেশিয়া তাদের দেশের প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে নিয়ে ভালভাবেই দেশ চালাচ্ছিল। মানুষের মধ্যে কাজের ধারণাও ছিল বিচিত্রমুখী। ইঁদুরে মাঠের ফসল নষ্ট করে ফেলছে—পার্টির সদস্যরা চাষিদের সঙ্গে মিলে ইঁদুর ধরতে লেগে গেল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংসদীয় পথে বিশ্বের বাম রাষ্ট্রগুলি যেমন চীন রাশিয়ার কাছাকাছি যাবার প্রয়াস চালাচ্ছিল তারা। কমিউনিস্টদের চিরশত্রু আমেরিকা ছাড়বে কেন? এই অবস্থাটা পাল্টানোর জন্য ১৯৫০ সাল থেকেই সংসদ এবং মিলিটারিতে নিজস্ব একটা দায়বদ্ধ বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক আইদিত(Dipa Nusautara Aidit)এই ষড়যন্ত্রের খবর কি রাখতেন না? সুকর্ণ এই ব্রিটিশ, ফরাসি এবং ডাচদের একদা উপনিবেশে একটি স্বাধীন বিদেশনীতি তৈরি করতে শুরু করলেন। ৫০-এর দশকেই তিনি সমস্ত তেল কোম্পানিগুলি রাষ্ট্রয়ত্ত করে নিলেন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ককেও হঠিয়ে দিলেন দেশ থেকে।

সি আই এ কিন্তু বসে নেই। সুকর্ণকে সরানোর জন্য নানাভাবে চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে লাগলো দেশ জুড়ে। মিলিটারির মধ্যে জেনারেল আবদুল হারিস এবং জেনারেল সুহার্তো দায়িত্ব নিলেন সুকর্ণকে সরানোর এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে খতম করার। সমস্ত দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি সমবেত হল এদের ষড়যন্ত্রের অন্দরমহলে। একটি উগ্র মুসলিম পার্টি নাহালাতুল উলামা তাদের মিলিশিয়া বাহিনী নিয়ে তৈরি হল। এক সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়ল এই ঘাতক বাহিনীর সম্মিলিত খুনের উল্লাস। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তাদের সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব কেউই রেহাই পেলনা এই ঘাতকদের হাত থেকে। এক মাস ধরে চললো এই হত্যালীলা ১৯৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে এই ধ্বংসলীলা শুরু। হত্যালীলায় ভারপ্রাপ্ত জেনারেল জানিয়েছিলেন ৩০ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছিলেন মাসাধিক কাল ধরে। বিশ্বের ইতিহাসে এরকম নৃশংস খুনের ঘটনা জানা যায় না। আজকের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা বা মিডিয়ার আধুনিক ব্যবস্থাগুলি মানুষের আয়ত্তাধীন ছিল না। তাই আমরা সেই সময় খুবই কম খবর পেতাম। যারা হত্যার খড়্গার কোপ থেকে রেহাই পেয়েছিল তাদেরকে বিভিন্ন জন-মানবহীন দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনন্ত তোয়ের নামে একজন লেখকও অন্তরীণ ছিলেন দীর্ঘকাল একটি দ্বীপে। তাঁর একটি বই বুরু ট্রিলোজী কিছু ঘটনা নথিভুক্ত করেছে।

এখনও কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দোনেশিয়ার উত্তর পুরুষরা কোনো চাকরিবাকরি পায় না। যদিও এখন বহুদলীয় শাসন চলছে। রাষ্ট্রনায়করা নির্বাচনের আগে সেই নৃশংস হত্যালীলার বিচার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু নির্বাচনের পর সবই ভুলে যান। এখনো ইন্দোনেশিয়ায় এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা কিংবা লেখা লিখতে দেখা যায় না। ত্রিশ লক্ষ মানুষের খুনে রঞ্জিত ইন্দোনেশিয়ার সেই মানুষগুলো বিশ্বের কাছে কি কোনো সুবিচার পাবে?

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা

ওপারের পুর নির্বাচন, স্বস্তিতে এপারের কূটনৈতিক মহল

প্রসেনজিৎ চৌধুরী

রাস্তায় ধর্ম নিরপেক্ষ মুখের রক্তাক্ত ছবি।

রাস্তায় মৌলবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। এটাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাড়া জাগানো মুহূর্ত। এই ছবি দেখে অভ্যস্ত দুনিয়া।

বছর শেষে সেই মৌলবাদকেই কড়া জবাব বাংলাদেশীদের। পুর নির্বাচনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে উগ্র ধর্মীয় শক্তি ও তাদের জোটসঙ্গী বিএনপি। বছর শুরুর প্রথম দিনেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম জানালো, পুর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে আওয়ামি লিগ। নির্বাচনের ২৩৪টি আসনের মধ্যে ১৮০টিতে বিজয়ী লিগ প্রার্থীরা। ১৯টিতে জয়ী বিএনপি। জাতীয়তাবাদী পর্টি পেয়েছে ১ টি আসন। জামাত ইসলামি সমর্থিত প্রার্থীরা দুটি আসনে জয়ী। অন্তত ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছে আওয়ামি লিগ ও বিএনপি-র বিক্ষুব্ধ প্রার্থীরা। তুমুল রাজনৈতিক সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়ে থাকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে চলেছে আন্তর্জাতিক কুটনৈতিক মহল। সেদিক থেকে পুর নির্বাচনের ফলাফল ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার সূত্র জানাচ্ছে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আলকায়দা, ইসলামিক স্টেট ও তাদের সহযোগী জঙ্গি সংগঠনগুলি বিষবৃক্ষের চারাগাছ রোপণ করতে সফল হয়েছে। তাদের লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ার মাটিতে এক উগ্র ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তারই নীল নকশা—'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্রগঠন। যার ভৌগলিক সীমারেখা পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর পূর্ব ভারতের বিশাল অংশ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আশা রেখেছিলেন—বৃহত্তর বাঙালি জাতি কোনোভাবেই এই জঙ্গি রাষ্ট্রের গঠনে মদত দেবেনা। পুর নির্বাচনের ফল তাঁদের অবস্থানকে আরো মজবুত করল।

গত জাতীয় নির্বাচনে ওপার বাংলার অন্যতম বিরোধী শক্তি বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টি ভোট বয়কট করে। একতরফা জয়ী হয় আওয়ামি লিগ। বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়ার নির্বাচন বয়কট সিদ্ধান্ত দলের নিচুতলার কর্মীরা মেনে নিতে পারেন নি। সংগঠনের শক্তি পরীক্ষা করতে পুর নির্বাচনই ছিল বিএনপি-র লক্ষ্য। দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে গত বছরের বেশিরভাগ সময়ে বিএনপি তীব্র আন্দোলনে গিয়েছিল। খালেদা জিয়ার আহ্বানে শুরু হয়েছিল —'জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচি'। শতাধিক মানুষের মৃত্যুতে সেই আন্দোলন রক্তাক্ত আকার নেয়। উগ্র আন্দোলনে বিএনপি-কে প্রত্যক্ষ মদত জুগিয়েছিল জোট সঙ্গী জামাত ইসলামি। তাদের শাখা সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির যেভাবে নিরীহ বাসযাত্রী ও সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করেছিল তাতে বাংলাদেশের অস্থিরতা আরও বেড়েছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস দমনে সরকারের অবস্থান নিয়ে বারে বারে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। কোটি কোটি টাকার লোকসান হয়েছে দু'দেশের ব্যবসায়ীদের। সর্বোপরি আতঙ্কের ছায়া গ্রাস করেছিল ওপারের জনজীবনে। প্রকাশ্যে বিদেশী নাগরিকদের খুন, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সরব যুক্তিবাদীদের হত্যার পর্ব চলেছিল। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে (স্বাধীনতার লড়াই) গণহত্যাকারীদের ফাঁসির আদেশ কার্যকরী করার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এখানেই প্রশ্ন, স্বাধীনতা অর্জনের চার দশক পরও তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষের মোড়কে একটি দেশ পরিচিত হবে নাকি উন্নত সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের তকমা হাসিল করবে সোনার বাংলা। বছরভর এই দ্বন্দ্বে আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশ। পুর নির্বাচনটি সেক্ষেত্রে এক উত্তর খোঁজার পর্ব ছিল। উত্তর দিয়েছে ওপার বাংলা, সন্ত্রাস নয়—শান্তিপূর্ণ সহবস্থানই কাম্য। মেঘনা, আত্রেয়ী, কর্ণফুলি, পদ্মার স্রোত দিয়ে সেই বার্তা ছড়িয়ে সর্বত্র।

তথ্য কথা বলে

বেশির ভাগ ভারতীয় জনগণ ব্যাঙ্কের দরজায় মাথা ঠোকে কিন্তু ঢোকার অধিকার নেই। ভারতের ৫৩ শতাংশ পরিবারের ব্যাংকিং পরিষেবায় প্রবেশ অধিকার নেই।

—২০১১ জনগণনা রিপোর্ট

ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক মাত্র ৩৫ শতাংশ ব্যক্তির ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় প্রবেশ অধিকার আছে।

—বিশ্বব্যাঙ্ক ফিনডেক্স সার্ভে (২০১২)

২০১২—জুন ২০১৩ সময়কালে ভারতে কৃষি পরিবারের সংখ্যা ছিল ৯০.২ মিলিয়ন যা মোট গ্রামীণ পরিবারের মাত্র ৫৭.৮ শতাংশ।

—এন.এস.এস সার্ভে ৭০তম রাউন্ড, প্যারা ৩.২।

ভারতের কৃষি ঋণের মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ আসে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা থেকে (সরকার ২.১ শতাংশ, সমবায় ১৪.৮ শতাংশ ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ৪২.৯ শতাংশ)। অন্যান্য সূত্রগুলি থেকে আসে—মহাজন ২৫.৮ শতাংশ, দোকানদার ২.৯ শতাংশ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ৯.১ শতাংশ।

—এন.এস.এস. সার্ভে ৭০ রাউন্ড, ডিসেম্বর, ২০১৩।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন ২০১৫

ড. তপন সাহা

বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা পরিবেশ বাঁচিয়ে কীভাবে উন্নয়ন সম্ভব। বিশ্বের জন্যসংখ্যা বাড়ছে। শক্তির চাহিদাও বাড়ছে। মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার উন্নয়নের অন্যতম একটি সূচক। কয়লা বা খনিজ তেল হতে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিণ হাউস গ্যাসের অতিরিক্ত নির্গমন পরিবেশকে দূষিত করছে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিণ হাউস গ্যাস এমন এক আবরণ তৈরি করে যা কিনা সূর্যের তাপ শোষণ করে বাতাসের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫- ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে। অন্যথায় এই গ্রহে প্রাণীর বেঁচে থাকা কঠিন। বিশ্বে শক্তি ব্যবহারের একটি তুলনা থেকে দেখা যায় মাথাপিছু শক্তি ব্যবহারে সবার প্রথমে আমেরিকা ৬৮১৫ একক, রাশিয়া ৫২৮৩ একক, জাপান ৩৫৪৬ একক, চীন ২১৪৩ একক, ভারত ৬২৪ একক, পাকিস্থান ৪৮৩ একক, বাংলাদেশ ২১৪ একক। এই হিসাব ২০১২ সালের। এখানে শক্তির একক বলতে সমপরিমাণ পেট্রোল পোড়ালে যে শক্তি পাওয়া যায় তাই ধরা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় বিজ্ঞানীরা সঙ্গত কারণেই বিবেচনার মধ্যে রেখেছেন তা হল জনসংখ্যাপিছু গ্রিণহাউস গ্যাস নির্গমনের হার। স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষায় উন্নত বিশ্বের দায় অনেক বেশি।

দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে এ পর্যন্ত একুশটি সম্মেলন হয়েছে। একবিংশ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল প্যারিসে, গত ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫। প্যারিস এমন একটি উন্নত দেশ যার শক্তি উৎপাদনের নব্বই শতাংশ হল জলবিদ্যুৎ, পরমাণু শক্তি আর বায়ুশক্তি। বিশ্বের ১৯৬টি দেশ প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে (COP21) অংশ নিয়েছে। ১৯৯৭ সালে কিয়োটো সম্মেলনে আলোচনার নির্যাস ছিল ৩৮টি উন্নত দেশ ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে গ্রিণহাউস গ্যাসের নির্গমন ৫.২ শতাংশ কমাবে। কেউ কথা রাখেনি। বরং গ্রিণহাউস গ্যাসের নির্গমন বেড়েছে। কিয়োটো সম্মেলনের নির্দেশ ছিল 'দায়ী যে, দায়িত্ব তার'। গ্যাস নির্গমনে রেকর্ড সৃষ্টিকারী দেশ আমেরিকা এই নির্দেশ উপেক্ষা করেছে। এই বিষয়ে তারা একা চলতে চায়। কোপেনহেগেন, কানকুন, ডারবান, দোহা, লিমায় জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে বহু আলোচনা হয়েছে, কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। ২০১২ সালে দোহা সম্মেলনের পরে খ্রিশ্চিয়ানা ফিগারস আক্ষেপ করে জানিয়েছিলেন যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার কিয়োটো প্রতিজ্ঞা ও বাস্তবতার মধ্যে ফারাক বাড়ছে। খ্রিশ্চিয়ানা ফিগারস রাষ্ট্র সংঘের United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর সচিব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশবিদ। এরপর এল 'যেমন খুশি তেমন চলো'-র মতো ফরমান। প্রত্যেক দেশ তার দায়িত্ব ও নীতিবোধ থেকে স্বেচ্ছামূলক হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই নীতির পোশাকি নাম .Intended Nationally Determined Contributions, INDCI। দেশগুলিকে বলা হল যেমন পারবে, যতটা পারবে কমাবে। আর অক্টোবর ২০১৫-এর মধ্যে জানাতে হবে কতটা কমানো গেল। এতেই নাকি গ্লোবাল টেমপারেচার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের মধ্যেই থাকবে এবং ২০৩০-এর মধ্যে মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের হার নয় শতাংশের বেশি কমবে। স্বেচ্ছামূলক হ্রাসের নির্ধারিত মাত্রা নিয়েই প্যারিস আলোচনার বিতর্ক বিবাদ।

আমেরিকা তার INDC জমা দিয়েছে। এর মর্মবস্তু হল নিজের দেশের বিলাসব্যসন বজায় রেখে কীভাবে অন্যদেশের INDC গুলিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়। তাই একদিকে রাজনৈতিক চাপ অন্যদিকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির খেলা আমেরিকার নীতি। কিয়োটো প্রেটোকল অনুযায়ী আমেরিকাকে ২০০৮ সালের মধ্যে ১৯৯০-এর তুলনায় ৭ শতাংশ কমাবার কথা। কিন্তু কমাবার বদলে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। গ্রিণহাউস গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে ইউরোপের উন্নত দেশগুলি কিছুটা নমনীয় হলেও আমেরিকার নেতৃত্বে কয়েকটি দেশ বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তির মতো ঔদ্ধত্য দেখিয়ে যাচ্ছে।

ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও চিন এই চারটি দেশ Basic নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করে আমেরিকার এই অভিসন্ধির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছিল। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি ও নীতি প্রণয়ন কিন্তু অন্যকথা বলছে। বর্তমান আর্থিক বছরে অচিরাচরিত শক্তির বাজেট ৬৮ শতাংশ কমানো হয়েছে। বনাঞ্চল বাড়িয়ে গ্রিণহাউস গ্যাসের প্রাকৃতিক ক্ষয় পবিকল্পনার প্রতিশ্রুতি INDC-তে দেওয়া হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে টি.এস. সুব্রহ্মনিয়ম কমিটি যে নতুন পরিবেশ আইনের সুপারিশ করেছে তাতে খনিজ সম্পদ আহরণ, শিল্প-স্থাপন ও রাস্তানির্মাণের স্বার্থে বনাঞ্চল ব্যবহার করতে হবে। আমেরিকা বিরোধ প্রশমিত করতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও নানান চুক্তির কৌশলে এই দেশগুলিকে বেঁধে রাখতে চাইছে। প্যারিস সম্মেলনের আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমেরিকান রাষ্ট্রপতির একাধিক সাক্ষাৎকার ঘটেছে। ভারতের স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্র ও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বাস্তবায়িত করতে হলে বৈদেশিক নির্ভরতা ও ঋণের বোঝা বাড়বে বলেই ওয়াকিবহাল মহল আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

আমেরিকা তাদের দেওয়া INDC-তে প্রস্তাব করেছে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের নির্গমন পরিমাণ থেকে ২৬-২৮ শতাংশ কমাবে। এর ফলে আমেরিকা তার ১৯৯০ সালে দেওয়া ১৩-১৫ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এলো। আবার এই ঘোষণার ফলে ২০২৫ সালে আমেরিকার মাথাপিছু গ্রিণহাউস গ্যাস নির্গমন হবে ১৩.৫ টন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২৫ সালের মধ্যে ১৯৯০-এর তুনলায় ৪০ শতাংশ গ্রিণহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর ঘোষণা করেছে। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাথাপিছু গ্যাস নিগর্মন হবে প্রায় ৭ টন যা আমেরিকার অর্ধেক। ২০২৫ সালে ভারতের মাথাপিছু গ্যাস নির্গমন হবে ৩.৫ টন যা আমেরিকার এক-চতুর্থাংশ। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখতে হলে মাথাপিছু নির্গমন হওয়া উচিৎ ২ টন। ৫ শতাংশ জনসংখ্যার দেশ আমেরিকার ২০৩০ সালে গ্রিণহাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ হবে সারা পৃথিবীর নির্গমনের ২৫ শতাংশ। আমেরিকার মাথাপিছু পণ্য ব্যবহারের খরচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বিগুণ, চিনের ২৮ গুণ, ভারতের ৪৪ গুণ। আমেরিকা তার ব্যবহার্য পণ্যের বড় অংশ অন্য দেশে শিল্প-কারখানা গড়ে ঐ দেশ থেকে নিয়ে আসছে। এর ফলে নিজের দেশের পণ্যের জন্য গ্যাস নির্গমনের মাত্রা অন্য দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।

প্যারিস সম্মেলনে কী পেলাম আমরা? শেষ করবো একজন বিজ্ঞানীর অভিমত দিয়ে। জেমস হ্যানসেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশবিদ। ১৯৮১-২০১৩ পর্যন্ত নাসার গডার্ড মহাকাশ কেন্দ্র, ক্যালিফোর্নিয়ায় অধ্যাপনা করেছেন। প্যারিস সম্মেলন বিষয়ে বিখ্যাত 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তাঁর মন্তব্য 'No action, just promises ... Paris talks were fraud'।

সি পি আই(এম) নেতাদের আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২ জানুয়ারি : সি পি আই(এম) নেতা অনুনয় মণ্ডল ও সদস্য শিবদাস কিস্কুর উপর হামলার প্রতিবাদে আজ অভিরমপুরে বিক্ষোভ জানালেন গ্রামবাসীরা।

গতকাল সন্ধ্যার সময় সি পি আই(এম) গুসকরা জোনাল কমিটির সদস্য অনুনয় মণ্ডল বাইকে করে অভিরামপুর পার্টি অফিসে আসছিলেন। তখন তৃণমূল নেতা বাবুর পালের নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পার্টি সদস্য শিবদাস কিস্কু প্রতিরোধ করতে এলে তাঁকে বেদম মারে দুষ্কৃতীরা। এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়লে গ্রাম থেকে পার্টির সদস্য, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ চলে আসায় দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। এই হামলার প্রতিবাদে আজ এক বিশাল মিছিল অভিরামপুর বাজার পরিক্রমা করে। মোড়ে মোড়ে পথসভাও সংগঠিত হয়। জেলা কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মজুমদার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

লটারি ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ ডিসেম্বর : নবদ্বীপের জনৈক লটারির টিকিট ব্যবসায়ীর নগদ সাত লক্ষাধিক টাকা এবং কয়েক লক্ষ টাকার উইনিং লটারি টিকিট একটি ব্যাগে ভরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ২৮ ডিসেম্বর রাতে বাড়ি ফেরার সময় ব্যাগটি ছিনতাই হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠার সময়। কালনা জি আর পি থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো সূত্র খুঁজে পায়নি পুলিশ।

প্রয়াত সাংবাদিককে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ জানুয়ারি : বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব ও দৈনিক মুক্তবাংলা পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে বর্ধমান কোর্ট কম্পাউণ্ডে গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য প্রেস কর্ণারে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হল সম্প্রতি প্রয়াত সাংবাদিক আলোক মোদককে। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রবীর চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ। প্রয়াত অলোক মোদকের ভাই বিশ্বরঞ্জন মোদক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাংবাদিকরা অলোক মোদককে স্মরণ করেন।

ফিরে দেখা ২০১৫

সংকলন : কাজী আব্দুল করিম

—গত সংখ্যার পর

▶ **১ সেপ্টেম্বর :** কেন্দ্রীয় সরকারের যুব কল্যাণমন্ত্রক 'যোগা'কে খেলাধূলার অংশ হিসাবে যুক্ত করে।

▶ **২ সেপ্টেম্বর :** অকল্যান্ডে বিড কমিটির সভায় ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমস দক্ষিণ আফ্রিকরা ডাববানে অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

▶ **৩ সেপ্টেম্বর :** সাঁতারু তহরিনা নাসরিন (উলবেরিয়ার মেয়ে) ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে পার হন। সময় নেন ১২ ঘন্টা ৩৮ মিনিট।

▶ **৫ সেপ্টেম্বর :** স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী আদেশ শ্রীবাস্তব মুম্বাই-এ প্রয়াত হন। জন্ম ৪-৯-১৯৬৪।

▶ **৫ সেপ্টেম্বর :** কমনওয়েলথ ইউথগেমস্ ৫-১১ সেপ্টেম্বর স্যামোয়ার রাজধানী আপিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪-১৮ বয়সি ১০০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

▶ **৬ সেপ্টেম্বর :** অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তী অলরাউণ্ডার ক্রিকেটার শেন ওয়াটসন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

▶ **৯ সেপ্টেম্বর :** ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ এদিন পর্যন্ত ৬৩ বছর ৭ মাস ৩ দিন সিংহাসনে বসার দীর্ঘতম শাসনের রেকর্ড করেন। ৬-২-১৯৫২ তারিখে তিনি সিংহাসনে বসেন।

▶ **১১ সেপ্টেম্বর :** প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মক্কার কাবার বড় মসজিদ 'গ্রাণ্ড মস্ক'-এর ওপর একটি বিশাল ক্রেন ভেঙে পড়লে ১১১ জনের মৃত্যু এবং ৩০০ জন গুরুতর জখম হন।

▶ **১২ সেপ্টেম্বর :** মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলার পেটলাবাড় শহরে একটি বাড়িতে মজুত রাখা জিলেটিন স্টিক বিস্ফোরিত হওয়ায় ৮৯ জনের মৃত্যু হয়। বাড়ির মালিক রাজেন্দ্র কাসওয়া পলাতক।

▶ **১৪ সেপ্টেম্বর :** অস্ট্রেলিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হন ম্যালকম টার্নবুল। তিনি টনি অ্যাবট-এর স্থলাভিষিক্ত হন।

▶ **১৪ সেপ্টেম্বর :** নেপাল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতে নেপাল ধর্ম নিরপেক্ষ দেশই থেকে যায়।

▶ **১৬ সেপ্টেম্বর :** ২০২২ সালে এশিয়ান গেমস্ চীনের হ্যাংঝৌ শহরে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

▶ **১৮ সেপ্টেম্বর :** ভারতীয় রেলওয়ে দিল্লি ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেসে হাইব্রিড ভ্যাকুয়াম টয়লেট চালু করে।

▶ **১৮ সেপ্টেম্বর :** সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শান্তিপ্রিয় রায়(৭৬) প্রয়াত হন।

▶ **১৯ সেপ্টেম্বর :** প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল দৃষ্টিহীন (গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে) সাধনগুপ্ত (৯৮ বছর) প্রয়াত হন। জন্ম ৭-১১-১৯১৭।

▶ **২০ সেপ্টেম্বর :** ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া (৭৫) প্রয়াত হন। এই দিনই প্রখ্যাত ব্রিটিশ লেখিকা জ্যাকি কলিন্স (৭৭) প্রয়াত হন।

▶ **২০ সেপ্টেম্বর :** মিশরে নতুন প্রধানমন্ত্রী হন শেরিফ ইসমাইল। এদিন নেপালে নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। নেপালে 'গরু'কে জাতীয় পশু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

▶ **২১ সেপ্টেম্বর :** গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী হন অ্যালেক্সিস টিসিপ্রাস।

▶ **২২ সেপ্টেম্বর :** প্রখ্যাত হিন্দি লেখক ড. কমল কিশোর গোয়েঙ্কা ২৪ তম বায়াস সম্মানে ভূষিত হন। এদিনই ওড়িয়া সঙ্গীত শিল্পী নিজাম ভুবনেশ্বরে প্রয়াত হন।

▶ **২৪ সেপ্টেম্বর :** সৌদি আরবের মক্কার মিনাতে শয়তানের উদ্দেশ্য পাথর মারতে গিয়ে ৭৬৯ জন পদদলিত হয়ে মারা যান। আহত ৮৬৩ জন।

▶ **১ অক্টোবর :** মার্কিন প্রদেশ জর্জিয়ায় ৭০ বছর পর এক মহিলা (কেলি গিনেস ড্যানার)র ফাঁসি হয় স্বামীকে হত্যার কারণে।

▶ **৫ অক্টোবর :** এ বছর চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পাবেন বলে ঘোষিত হয় বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্যাম্পবেল (আয়ারল্যাণ্ড) সাতোশি ওমুরা (জাপান) এবং ইউ ইউ তু (চীন)।

▶ **৬ অক্টোবর :** এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবেন ঘোষিত হয় প্রখ্যাতা সাহিত্যিক স্বেতলানা আলেক্সিভিচ (বেলারুশ দেশের)

▶ **৮ অক্টোবর :** এ বছর রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পাবেন ঘোষিত হয় যথাক্রমে আজিজ স্যানকার (তুরস্ক) টমাস লিনডাল (লণ্ডন) এবং পাল মডরিক (সুইডডেন)।

▶ **৯ অক্টোবর :** এ বছর পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পাবেন ঘোষিত হয় যথাক্রমে আর্থার বি ম্যাক ডোনাল্ড (কানাডা) ও তাকাকি কাজিতা (জাপান)।

▶ **১০ অক্টোবর :** প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, সাহিত্যিক শিশির চক্রবর্তী (মধুসূদন চক্রবর্তী) প্রয়াত হন। তাঁর দেহ এন আর এস হাসপাতালে দান করা হয়।

▶ **১৪ অক্টোবর :** এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পাবেন অ্যাগনাস ডিটন (মার্কন যুক্তরাষ্ট্র)।

▶ **১৫ অক্টোবর :** স্কটল্যাণ্ডের ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরা সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করে অভিনেতা শাহরুখ খানকে। তিনি সিনেমা করার পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য এই সম্মান পান।

▶ **২৫ অক্টোবর :** বিশিষ্ট অভিনেতা পীযুষ গঙ্গোপাধ্যায়(৫০) মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান।

▶ **২৮ অক্টোবর :** আইভরি কোস্টে ৮৩ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হন আলসানে উত্তারা।

▶ **৩১ অক্টোবর :** রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের এক নাইট ক্লাবে আগুন গেলে ২৭ জন মারা যান, আহত ১৫০ জন। এই দিনই মিশরের এক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় রুশ বিমান ভেঙে পড়লে ২২৪ জনের মৃত্যু ঘটে।

চলবে ...

সি পি আই(এম) দরদির জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ ডিসেম্বর : সি পি আই(এম)-এর কালনা-১নং উত্তর লোকাল কমিটি এলাকার প্রবীণা সি পি আই(এম) দরদি উপাসনা সিংহরায়ের (৮১) জীবনাবসান হয়েছে। কল্যাণীর একটি বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৯ ডিসেম্বর বৈকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে সকালে অসংখ্য সি পি আই(এম) নেতা-কর্মী-দরদি ও সাধারণ মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

ষাটের দশকে কৃষক আন্দোলন, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মেদগাছি এলাকায় দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন প্রয়াত গুরুপ্রসাদ সিংহ রায়। তাঁরই সহধর্মিনী হিসাবে প্রয়াত উপাসনা সিংহরায়ের ভূমিকা কম ছিলো না। তিনি কালনা থানা এলাকার গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সত্তর দশকের আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের যুগে ১৯৭১ সালে স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই বাড়ি ছেড়ে চুঁচুড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়। ১৯৭৩ সালে মেদগাছির বাড়িতে ফিরে এলে কংগ্রেস বাহিনীর আক্রমণে আবার তাদের বাড়ি ছাড়তে হয়। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গুরুপ্রসাদ সিংহরায় কালনা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে জয় লাভ করার পর মেদগাছি গ্রামে ফিরে আসেন।

প্রকাশিত হল 'সুবোধ সৃজন'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জানুয়ারি : বর্ধমানের বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ রবীন্দ্রভবনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের যাবতীয় রচনা এবং সুবোধ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর সময়ের মানুষদের লেখা নিয়ে ৮০০ পাতার তথ্য সমৃদ্ধ 'সুবোধ সৃজন' বইটির শুভ প্রকাশ ঘটলো রবীন্দ্রভবনে। এদিন বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী এবং জাতীয় শিক্ষক বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শহরের বিশিষ্ট মানুষদের সামনে তুলে ধরেন উন্মেষ-এর সম্পাদক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়।

মন্ত্রীর অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ ডিসেম্বর : স্থানীয় দলীয় বিধায়ক ও কাউন্সিলার ছাড়াই অনুষ্ঠান করে চরম বিতর্কে জড়ালেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ঘটনাটি ঘটে আজ কালনা পুরসভার ৩নং ওয়ার্ডের যৌনপল্লীতে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আহ্বানে মন্ত্রী এদিন যৌনকর্মীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করতে যান। বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর সাথে পুরপতি, ১৬নং, ৫ নং, ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা উপস্থিত থাকলেও ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুনীল চৌধুরী এবং কালনার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডুকে দেখা যায়নি। ৩নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সুনীল চৌধুরী বিভিন্ন মিডিয়ার প্রতিনিধিদের জানান, আমাকে অন্ধকারে রেখেই এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমাকে জানানো হয়নি। বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অনুষ্ঠান চলাকালীন উল্লেখিত দু'জনের অনুপস্থিতি নিয়ে কেউ প্রশ্ন না করলেও মন্ত্রী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এদিন সাফাই দেন। তিনি বলেন, বিধায়ক বিশেষ কাজে কলকাতায় আছেন আর সুনীল চৌধুরী বর্ধমানে আছেন। তাই দু'জনের হাজির থাকতে পারেননি।

বন্যায় চেক পাওয়া কৃষকদের

তালিকা প্রকাশের দাবিতে কৃষক বিক্ষোভ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ ডিসেম্বর : বন্যায় ক্ষতি হয়ে চেক পাওয়া কৃষকদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে বিডিও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কৃষকরা। বিডিও তালিকা প্রকাশের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা--১নং বিডিও দপ্তরে।

কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কাঁকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মেদগাছী, মুড়াগাছা, ভগবতীতলা, টাকপুকুর, ন'পাড়া প্রভৃতি গ্রামের কৃষকরা সপ্তাহ খানেক আগে বিডিও এবং কালনা মহকুমা শাসকের নিকট লিখিত অভিযোগ জানান। তাতে তাঁরা বলেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান, উপ-প্রধান তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ২০৬ জন কৃষকের নামের ক্ষতিপূরণের চেক জাল স্বাক্ষর করে তুলে নিয়েছেন। সেই চেকগুলি মেদগাছি ত্রিপল্লী সমবায় সমিতি মারফৎ গোপনে বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ক্যাশ করতে দিয়েছে। এই অভিযোগ পাওয়ার পর চেকগুলি ক্যাশ না করে মেদগাছি সমবায়ে ফিরিয়ে আনা হয়। মাত্র ৩০ জন কৃষককে চেক বিলি করা হয়। বাকি চেকগুলি সমবায় নিজের কাছে রেখে দেয়।

সমবায়ের এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে ২৯ ডিসেম্বর দুই শতাধিক কৃষক কালনা ১নং বিডিও দপ্তরে জমায়েত হয় এবং বিক্ষোভ শুরু করে। কৃষকরা দাবি করে সমবায় বা কোনো দালাল নয়, বকেয়া চেকগুলি সরকারিভাবে কৃষকদের হাতে তুলে দিতে হবে। এছাড়াও তারা দাবি করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চেক পাওয়া কৃষকদের তালিকা প্রকাশ্যে টাঙাতে হবে। বিডিও অসীম নিয়োগী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

'লোকভারতী'-র সম্মাননা অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ ডিসেম্বর : দাশরথি দুর্গেশ মেমোরিয়ার ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে লোকভারতী সম্মাননা পেলেন বর্ধমান জেলার ৭ জন গুণী মানুষ। সংস্কৃতি লোকমঞ্চে এদিন সংবর্ধিত করা হয় ডা. হরমোহন সিংহ, ডঃ রফিকুল ইসলাম, ডঃ কালীচরণ দাস, জয়া মিত্র শ্যামল দত্ত রায় (মরনোত্তর) গোলাম ইমাম এবং ডঃ সব্যসাচী সরখেল। এদেরকে দাশরথি তা, দুর্গেশ কুমার তা এবং রমারানি তা স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন গৌতম তা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দেবেশ ঠাকুর।

পণ্ডিত সুরেশ মিশ্র স্মরণে এবং পণ্ডিত ধ্রুবতারা যোশী স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশন সকলকে মুগ্ধ করে। অংশ নেন সব্যসাচী সরখেল, সঙ্গীতা সরখেল, অমৃতা সরখেল, অভিরূপা মিশ্রবিশ্বাস, গোলাম ইমাম, আমজাদ হোসেন এবং মানালি বসু।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি শ্রীমতী মালতী দাস, স্বামী - মনোরঞ্জন দাস, পালপাড়া, পোঃ - লাকুড্ডি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, বিবাহ পূর্বে আমি মালতী অধিকারী, পিতা - প্রয়াত তুলসী অধিকারী ছিলাম এবং এই নামেই আমার রেশনকার্ড। বিবাহ সূত্রে আমি মালতী দাস, স্বামী - মনোরঞ্জন দাস হই। মালতী দাস ও মালতী অধিকারী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। চার্লস ম্যাকিনটস, ১৮০০ সালের ২৯ ডিসেম্বর; ২। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৪৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর; ৩। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাই-এ; ৪। ১৯৫৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর, ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ; ৫। ১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর, রাশিয়া ইউক্রেন, বাইনোরাশিয়া ও ককেসিয়া নিয়ে প্রথম গঠিত হয়; ৬। ১০৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর; ৭। ১৯২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর, ১৩ টন; ৮। ১৯৪৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর; ৯। ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর ৪৪ তম লাহোর অধিবেশন থেকে; ১০। ১৯৭২ সালের ৩১ ডিসেম্বর; ১১। ১৯২১ সালের ২৮ ডিসেম্বর, প্রিন্স অব ওয়েলস; ১২। ২০১২ সালের ২৭ ডিসেম্বর, ২২ ঘন্টা।

কলকাতা প্লেনামের বার্তা

—প্রথম পাতার পর

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্লেনাম বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা, তরুণদের আরও বেশি করে পার্টির অন্তর্ভুক্ত করা ও যোগ্য সংগঠক রূপে গড়ে তুলতে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে পার্টি সদস্যদের সিংহভাগ এসেছে শ্রমিক, গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুর ইত্যাদি মৌল শ্রেণি ও অংশগুলি হতে। এই গুণকে রক্ষা করে আরও বেশি করে ভারতীয় সমাজের সকল শ্রমজীবী শোষিত শ্রেণি ও অংশের অন্তর্ভুক্তি চায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)।

আমরা সবাই জানি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র লক্ষ্য দেশের বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া জমিদার, সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে জনগণের ভারত হিসাবে গড়ে তোলা। পার্টির এই রণনীতিগত লক্ষ্যকে কার্যকর করার জন্য বর্তমানের রণকৌশলগত আহ্বানটি হল বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা, যা ভবিষ্যতের জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পথকে সুগম করবে। একবিংশ পার্টি কংগ্রেসে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নিছক কোনো নির্বাচনী ফ্রন্ট নয়, ধারাবাহিকভাবে শ্রেণি ও গণআন্দোলন পরিচালনার মঞ্চ, যা গড়ে ওঠে ও শক্তিশালী হয় ধারাবাহিক শ্রেণি ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই। কলকাতা প্লেনাম বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করা কিংবা পার্টির ঘোষিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া এই উভয় দিকেই জনগণের সাথে পার্টির সম্পর্ককে শক্তিশালী করার উপর জোর দিয়েছে। কলকাতা প্লেনাম পুনরায় স্মরণ করিয়েছে শ্রমিক-কৃষক দৃঢ় ঐক্যের কথা এবং কৃষি বিপ্লবই বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অক্ষ। কলকাতা প্লেনাম এই বুনিয়াদি লক্ষ্যে পার্টি সংগঠনকে গড়ে তুলতে প্রধানত গুরুত্ব দিতে চায়—(ক) আর্থিক ও সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে আরও শক্তিশালী শ্রেণি ও গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে, যাতে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয় জনগণ বামগণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। (খ) জনগণের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ গড়ে তুলতে গণ-লাইন গ্রহণ ও কার্যকর করা। (গ) গুণমানে উন্নত সদস্য সমৃদ্ধ বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে সমগ্র সংগঠনকে স্টিমলাইন করা। (ঘ) ভারতীয় যুব সমাজকে আকর্ষণ করতে বাড়তি পদক্ষেপ গ্রহণ। (ঙ) সাম্প্রদায়িকতাবাদ, নয়া-উদারনীতিবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা।

কলকাতা প্লেনাম ঘোষণা করেছে সি পি আই(এম) হল ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী পার্টি। এখানে ভারতীয় জনগণ বলতে বোঝানো হয়েছে ভারতের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সহ সকল শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কলকাতা প্লেনাম পার্টির সাংগঠনিক শক্তির বিপুল বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। প্লেনাম বলছে বিপ্লবী পার্টি হিসাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জনস্বার্থবাহী সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের জন্য পার্টির সংগ্রামের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে হবে আমাদের। প্লেনাম বলিষ্ঠ ভাবে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেকার সব ধরনের মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে হবে আমাদের। মার্কসবাদ হল তত্ত্ব ও প্রয়োগের মিলন। যত ভাল আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হোক না কেন কার্যকর করতে না পারলে তা মূল্যহীন। সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে লাগে উপযুক্ত সংগঠন। আবার সংগঠন সম্পর্কে যত ভাল কথাই আমরা গ্রহণ করি না কেন জনগণের সাথে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হলে সেই সংগঠনও মূল্যহীন। একবিংশ পার্টি কংগ্রেস বিগত তিন দশকের রণকৌশলের পর্যালোচনা কিংবা বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বামপন্থীদের সমর্থন হ্রাসের কারণ পর্যালোচনা—এই উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে পার্টির বিচ্ছিন্নতার দিকটিও চিহ্নিত হয়েছে। সে সম্পর্কে আমাদের দৈনন্দিন পার্টি জীবনে সকলকেই সতর্ক ও সচেতন থাকতে হচ্ছে। পার্টি কলকাতা কংগ্রেস বলেছে, সামাজিক রূপান্তর অসম্ভব, এমনকি তা কল্পনা করা অসম্ভব যদি না ব্যাপক শোষিত জনগণ শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত জনগণ ইতিহাস রচনা করে। বিপ্লবের ইতিহাসেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। একটি বিপ্লবী পার্টি হিসাবে সি পি আই(এম)-কে অবশ্যই জনগণের সংগ্রামের অগ্রণী বাহিনী হতে হবে। এটাই হল প্রত্যেক পার্টিকর্মীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কলকাতা প্লেনামের এই সাংগঠনিক শপথ পালনের যোগ্য হতে সকলকে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে।

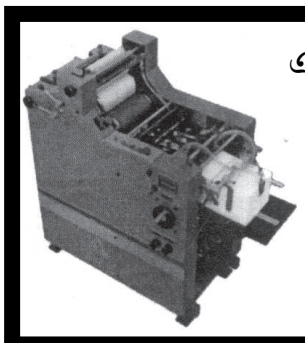

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

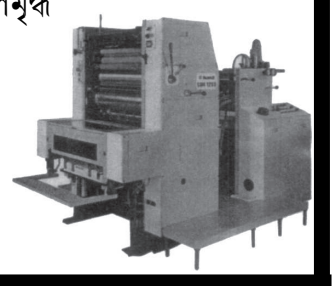

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা